R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ৫ই ডিসেম্বর ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

এ কার লজ্জা ?

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তসলিমার 'লজ্জা' লেখার জন্য যে কতটা অপমানিত আমার জানা নেই, তবে 'লজ্জা' পড়ে আমাদের লজ্জা ঢাকার জায়গা নিয়ে একটু ভাবা দরকার। পুরুষশাসিত সমাজে 'লজ্জা' কোন নতুন প্রকাশ নয়, তবে অভিনবত্ব অন্যত্র। যে সম্প্রদায়, যে সংস্কৃতি থেকে তিনি উঠে এসেছেন, সেখানে এই প্রকাশ কুঠারের চেয়েও ধারালো ও ভারী। তাতে পুরাতন বস্তাপচা ধ্যানধারণার শালবল্লী কাটা পড়লে ক্ষতি কি ? পচা গাছ বড় হলেও পড়বার সময় শব্দ করবে। এটা বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, অধঃপতনের শব্দ। পুঞ্জীভূত ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ আস্ফালন, বোমা নয়। হোক না এরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তা দেখে ভয় পেয়ে সরকার বা রাজনৈতিক দলের পিছুটান মন্তব্য বা কর্তব্য কোনটাই শ্রেয় নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় কিছু লোক অনভিপ্রেত আক্রমণ করে ভয় পাইয়ে দিল রাজনৈতিক দলগুলোকে, তসলিমাকে নয়। তসলিমা একজন মেয়ে, পরবাসী, অসহায় (এই অর্থে নিজের দেশছাড়া), তথাপি যে সাহসে বলীয়ান তা হৃদয়বেত্তার গভীরতম অনুরণন যা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন মেয়ে সমাজ বিপ্লবে কলম দিয়ে যে জেহাদ করতে পারে, একটি বিপ্লবী দল সেখানে ভোটের রাজনীতিতে তা পরিত্যাগ করে বা চোখে ঠুলি দিয়ে দেখিনির ভান করে। প্রকৃত একজন (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ার পার্সেন-র অসাধুতা ও মানসিক অস্বচ্ছতায় নাগরিকরা বিরক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ার পার্সেন চেনবানু খাতুন একের পর এক পুর উন্নয়ন বন্ধ করে চলেছেন বলে মন্তব্য করলেন ৮নং ওয়ার্ডের জনৈক শিক্ষক বীরেন ভাস্কর। তাঁর অভিযোগ, চেনবানু খাতুন পুরসভার কোন কাজের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলির মতামত ছাড়া কোন কাজ করেন না তিনি। টেন্ডার ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ চলছে পুরসভায়। কোথায় কিভাবে টাকা খরচ হচ্ছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। অবৈধ কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিগত বোর্ডে সিপিএম আন্দোলন করে সেটা বন্ধ করে। অথচ সিপিএম পরিচালিত বর্তমান বোর্ড একইভাবে কর্মী নিয়োগ করছে। তাতে গত বোর্ডের বাতিল কর্মীও দু'জন আছেন। বার্দ্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার টাকা সঠিক সময়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বোমা বিস্ফোরণে ২ শিশুসহ ৩ জন গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মির্জাপাড়ার এক আমবাগানে গত ২৯ নভেম্বর দুপুরে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বোমার আঘাতে ঐ এলাকার কালু সেখের পাঁচ বছরের ও আকাল সেখের আড়াই বছরের দুই শিশু-পুত্রসহ পার্শ্ববর্তী বিশ্বনাথপুর গ্রামের জনৈক ভাঙড়ি ক্রেতা গুরতর জখম হয়। জানা যায়, আম বাগানের মাটিতে চাপা পড়ে থাকা ছ' ইঞ্চি মাপের দু' দিক মুখ বন্ধ একটি পাইপ ছেলে দুটো উদ্ধার করে। সেটা ভাঙড়ি ক্রেতাকে দিলে সে পাইপের গায়ের মরচে-মাটি পরিষ্কার করতে গিয়ে সজোরে পাইপটাতে আঘাত করে। এরফলে পাইপের (শেষ পৃষ্ঠায়)

পণের বলি হলেন এক গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ থানার সীতারামপুর গ্রামের গৃহবধূ নাজেমা বিবি পণের বলি হলেন। জানা যায়, অরঙ্গাবাদের ইয়াসিন সেখ বছর তিন আগে সীতারামপুরের গোলাম কিবরিয়ার সাথে নগদ কুড়ি হাজার টাকা পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। বিয়ের কয়েক মাস পর নাজেমার উপর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর নির্যাতন চালিয়ে বাবার বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ শুরু করে। নিরুপায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল।

নবান্ন

নতুন ফসলের গৃহাগমনের মুহূর্তে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে যে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায় তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে।' নবান্ন উৎসব বাঙ্গালীর প্রধান উৎসবগুলির মধ্যে একটি সেরা উৎসব। অগ্রহায়ণের সমগ্র মাসটি ধরিয়া চলে এই উৎসব, শেষ হয় মহাসমারোহে সংক্রান্তির দিবসে। এই উৎসবে দেব পূজা নাই, আছে শুধু ভুরি ভোজনের মহাসমারোহ। নূতন ধান্যের চাউলের অন্ন, পিঠা, পায়স, নানান ভাজাভুজি তরিতরকারি, মিষ্টান্ন ভক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই উৎসবে। শুধু নিজ পরিবার পরিজনের জন্য নয়, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনও আমন্ত্রিত হন এই উৎসবের লগ্নে। বর্ষার শেষে শরতের মহাপূজার আনন্দ লগ্নের পর ইহাই বাঙ্গালীর সেরা সার্বজনীন উৎসব। বৎসরের প্রথমার্দ্ধের কঠোর পরিশ্রমের পর প্রকৃতির মহাদানে হেমন্তের মাঠে মাঠে পক্ক ধান্য কর্তন করিয়া গৃহে আনয়নের পালা চলে। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীতে মৎস্যকুলের সমারোহ। গোচারণ ক্ষেত্রে অফুরন্ত তৃণগুচ্ছ। উদর পূর্ণ করিয়া আহারের ফলশ্রুতিতে গাভীকুল দুগ্ধদানে কার্পণ্য করে না। তাই এই হেমন্তে বাঙ্গালী গৃহে খাদ্য-শস্য, দুগ্ধ এমন কি নানা জাতীয় তরিতরকারী, শাকসব্জীর বিপুল সমারোহ। সেই মহাপ্রাপ্তির তৃপ্তিতে মন ভরিয়া উঠে মহানন্দে। নৃত্য করিয়া উঠে উৎসবের রঙ্গে। প্রাচুর্য্যের অংশ বিলাইয়া দিতে ইচ্ছা করে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। সেই কারণে বাঙ্গালী নূতন বৎসরের নূতন ফসলের অন্ন, নূতন সৃষ্ট মৎস্য, নূতন গাভীর দুগ্ধ লইয়া এই উৎসবের আয়োজন করে। মিলন উৎসবের মধ্যে সর্বজনে একত্রিত হইয়া বিভিন্ন ভক্ষদ্রব্য ভোজন ও পানে তৃপ্তি লাভ করিয়া নূতন করিয়া নূতন বৎসরের কর্মযজ্ঞ শুরু করে। আদি যুগে সেই কারণেই অগ্রহায়ণকে বৎসরের প্রথম মাস বলা হইত। 'নবান্ন' অর্থে নূতন অন্নের উৎসব। যুগ যুগ ধরিয়া এই উৎসব বাঙ্গালীকে পুরাতন হইতে নূতনে যাত্রা, মহা উৎসাহের সাথে নূতনকে আবাহন করিয়া লইতে শিক্ষা দেয়।

আগুন নিয়ে খেলা

অনুপ ঘোষাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি অবাক হই, আন্দোলনকারীদের দুটো দাবীর কথা ভেবে। নন্দীগ্রামের জন্য তো সকলেই সরব। বুদ্ধিজীবি বুদ্ধজীবি—কেউ তো বাকি নেই। আলাদা করে মাইনরিটি ফোরামের নন্দীগ্রাম নিয়ে হঠাৎ মাথাব্যথা হল কেন? এতদিন ধরে যখন সেখানে গোলমাল চলছিল—মানুষ ঘরছাড়া হচ্ছিল কিংবা পুলিশের গুলিতে লোকে মারা যাচ্ছিল—তখন ইদ্রিশ আলিরা কোথায় ছিলেন? নাকি হঠাৎ সংখ্যালঘু মানুষের মনে সুড়সুড়ি দিয়ে তাঁদের মুখপাত্র হবার লোভ সামলানো গেল না! সাধারণ মানুষ সাময়িক উত্তেজনার বশে হঠাৎ ভাঙচুর বা পথ অবরোধ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের দিয়ে (সে সংখ্যালঘু কিং সংখ্যাগুরু যে সম্প্রদায়ই হোক না কেন) রাজ্যে স্থায়ী গোলমাল পাকানো অসম্ভব। আমি নিজে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে বাস করি। আজন্ম সকলের সঙ্গে ওঠাবসা করে লক্ষ করেছি—কোন সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে বড়জোর সকলে উত্তেজনার আগুন পোহাতে পারেন কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষ দাঙ্গা বাধাতে নারাজ। এবারও রাজধানীতে সাময়িক উত্তেজনার পর শুধু আমাদের মুর্শিদাবাদের নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যে সংযম দেখিয়েছেন—সেটা শিক্ষনীয়। আমার বিশ্বাস, মানুষ মূলত শান্তিপ্রিয়। কেউ কখনো নাচিয়ে দিলেও সামলে নিতে জানে। বারবার বাংলার মানুষ সেই নজির রেখেছে।

সেদিনের আন্দোলনের দ্বিতীয় দাবি ছিল—তসলিমা নাসরিনের ভিসার মেয়াদ বাড়ানো চলবে না। ওঁকে অবিলম্বে বহিস্কার করতে হবে। সংস্কৃতির জন্য বাঙালিরা গর্ববোধ করি। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহনশীলতার জন্য আমাদের সুনাম সারাদেশে। আমরা গুজরাতের দাঙ্গায় পীড়িত কুতুবুদ্দিনকে নিরাপদ আশ্রয় শুধু দিইনি, ধর্মীয় হানাহানির জীবন্ত নমুনা হিসাবে জনগণের দরবারে তাকে প্রদর্শন করেছি। সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাঙালির দুঃস্বপ্ন। অথচ বাংলাদেশের মৌলবাদীদের দ্বারা বিতাড়িত এক অসহায় লেখিকাকে আশ্রয় দিতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। তসলিমাকে সুইডেন এবং ফ্রান্স স্থায়ী নাগরিকত্ব এবং সুরক্ষা দিয়ে আশ্রয় দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং প্রস্তুতও। তসলিমা বেশ ক'বছর বিদেশে কাটিয়েও এলেন। কিন্তু তিনি বাংলায় থাকতে চান। চেনা পরিবেশে, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। কিন্তু আমাদের সরকার, প্রশাসনে কারুর কারুর দ্বিধা এবং কিছু উগ্রবাদির আপত্তিতে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হল। বাঙালি এই লজ্জা রাখবে কোথায়?

ব্যক্তিগতভাবে আমি ওঁকে বড় সাহিত্যিক বলে মনে করি না। কিছু কবিতা ওঁর পড়েছিলাম। বছর দশেক আগে বাংলাদেশ বইমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে যখন ঢাকা গিয়েছিলাম আলাপও হয়েছিল। তখনও ওঁর নামে ফতোয়া জারি হয়নি। ঢাকার অভিজাত এলাকার এক বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে বাস করতেন। কথাবার্তায়, পোশাকআসাকে বেশ চৌকশ মনে হয়েছিল ওঁকে। দারুণ উচ্চাশী। কৌতুহলবশত কিছু লেখা ওঁর পড়েও ফেললাম। কবিতাগুলো বরং ভাল। কিন্তু লজ্জা উতল হওয়া বা দ্বিখন্ডিত পড়ে মনে হয়েছে—পুরোপুরি সাহিত্যপদবাচ্য তাঁর গদ্যগুলি নয়। বক্তব্যের সঙ্গে সর্বত্র তো একমত হওয়া যায়ই না, প্রাকাশভঙ্গিও অনেক ক্ষেত্রে কুরুচিকর। আমার ধারণা—ভদ্রমহিলা কোন কারণে (জনপ্রিয়তা কিংবা অর্থোপার্জন, না হয়তো উগ্র পুরুষবিদ্বেষ) যৌনতা এবং ধর্মবিদ্বেষকে সাহিত্যে পণ্য করেছেন। মোদ্দা কথা—ওঁর লেখা আমার ভাল লাগেনি, মতের সঙ্গে মত মেলেনি। কোন একটা লেখায় দেখেছি, নিজের বাবাকেও এত ছোট করেছেন—খুব খারাপ লেগেছে। কলমের রাশ টানতে হয় কোথায়, সেটা তিনি জানেন না। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যুক্তিবাদীর পক্ষে শক্ত।

সেটা হতেই পারে। কিন্তু আজকের খোলামেলা পৃথিবীতে ওঁর কলমকে বন্ধ করে দেবার কথা কিংবা তাঁকে বিতারণ বা হত্যা করার কথা উঠবে কেন? অন্তত সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে চিহ্নিত পশ্চিমবঙ্গে? সেদিন টিভিতে দেখছিলাম—আন্দোলনকারীরা শ্লোগানে শ্লোগানে তসলিমার মুন্ডপাত করছিলেন। এ দেশটাও বাংলাদেশ হয়ে গেল নাকি? একটা প্রশ্ন জাগে, তসলিমার নামে সেদিন যে তরুণেরা অত উত্তেজিত ছিলেন তাঁরা ওঁর বইটই নিজেরা কিছু পড়েছেন কি! নাকি পরের মুখে ঝাল খেয়েই হাঙ্গামায় সামিল হয়ে পড়েছেন? প্রয়োজনে ওঁর কলমের মোকাবিলা করা যেতে পারে লেখায়, ওঁর জেদি দৃষ্টিভঙ্গি বা বক্তব্যর প্রতিবাদ হতে পারে মঞ্চে। কিন্তু প্রতিবাদের মানে তো (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিবেকের মুখ

শীলভদ্র সান্যাল

কিছু লোক মৌলবাদের ধুয়ো তুলে কলকাতার দু' একটা রাস্তায় গোলমাল পাকাল, আর তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ণের ফতোয়া মাথায় নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হল ? তসলিমা বাংলাদেশের একজন বিতর্কিত লেখিকা এবং সে-দেশ থেকে নির্বাসিতা। ভারত সরকার তাঁকে এ-দেশে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর বৈধ ভিসা আছে। সেই ভিসার বলে তিনি ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দেশের যেখানে খুশি থাকতে পারেন। সে অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তার পরেও তিনি থাকবেন কিনা, তাঁর ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হবে কিনা—সেটা ভারত সরকারের বিবেচ্য বিষয়। তাঁকে যাবতীয় নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব ভারত সরকারের তথা রাজ্য সরকারের, যে রাজ্যে তিনি বর্তমানে অবস্থান করছেন। আমাদের দেশে তিনি একজন সম্মানীয় অতিথি, এবং ভি, আই, পি। আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে একজন বিতর্কিত ও বিপন্ন বুদ্ধিজীবীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা শুধু লজ্জাজনকই নয়, তা দেশের ঐতিহ্য বিরোধীও বটে। ভারতবর্ষে বিবিধ জাতি ধর্ম বর্ণ ও ভাষার মর্যাদা সংবিধান স্বীকৃত। উদার আতিথেয়তার ধর্মে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের মানুষ এখানে স্বাগত। বর্তমানে কোনও কোনও রাজ্য এবং কিছু কিছু দলের নীতিতে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও তা মহামানবের মিলন তীর্থ ভারতবর্ষের সহনশীলতার চিরন্তন ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না। সুখের কথা, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিকতার কোনও উগ্র গন্ধ নেই, বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ জীবন ও জীবিকার কারণে এখানে আসেন ও নিরুপদ্রবে বসবাস করেন ; বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে মিলেমিশে থাকেন, সাধারণ মানুষ এমনিতেই শান্তিকামী, গন্ডগোল-ঝামেলা পছন্দ করেন না—সেই সূত্রে এ রাজ্যে বরাবর একটা অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের বাতাবরণ আছে। ধর্মীয় উগ্রতা এখানে কখনই বড় হয়ে উঠে বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের পারস্পরিক সামাজিকতার বন্ধনকে ভাঙতে পারেনি। আমরা সেজন্য গর্ববোধ করে থাকি। সম্প্রতি এ রাজ্যে শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু জায়গায় হিংসা ও প্রতিহিংসার কুশ্রী ও ভয়াবহ রাজনীতি এবং অযথা রক্তপাতের ঘটনা এবং গত একুশে নভেম্বর কতকটা একই কায়দায় কলকাতার রাস্তায় মৌলবাদের নামে কিছু লোকের পরিকল্পনা মাফিক তান্ডব এবং সেই প্ররোচনার পরিণতিতে এ দেশে আশ্রিতা এক ঘর ছাড়া লেখিকা বিতারণ আমাদের সেই গর্ববোধে প্রবল আঘাত হেনেছে। এক কথায় এ ঘটনা আমাদের এ রাজ্যের ঐতিহ্যের বিরোধী। অভূতপূর্ব ও অনভিপ্রেত। আমরা কি তসলিমার বর্তমান মনের অবস্থা কিছু মাত্র অনুমান করতে পারছি ? এই মুহূর্তে তিনি কতটা বিপর্যস্ত, বিপন্ন ও সর্বোপরি অপমানিত ? সেই অপমান কি শুধু তাঁর একার ? তার দায়ভাগ কি রাজ্যবাসী হিসেবে আমাদের ওপরও বর্তায় না ? শুধু তাই নয়, আরও প্রশ্ন জাগে ঃ তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে উগ্র মৌলবাদই কি আরও বেশি করে প্রশ্রয় পাবে না ? কিছুদিন আগে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে, এই প্রশ্ন তুলে তাঁর একটি উপন্যাসকে এ রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। তখন কি এখানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছিল ? এখনও, তসলিমা বিতাড়ণের কারণ হিসেবে সেই একই প্রশ্ন তোলা হল। এটা আশ্চর্যের। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যেমন পুলিশ প্রশাসনের, তেমনই এদেশে আশ্রয় নেওয়া একজন নির্বাসিতা লেখিকাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বও তো সেই পুলিশ প্রশাসনেরই। তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অনৈতিক এবং ভ্রান্ত সমাধানের পথ। এই ঘটনা যে মৌলবাদী ধর্মান্ধতার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ নয়, বরং পরিকল্পনামাফিক কিছু স্বার্থান্বেষী চক্র আশপাশের জেলা থেকে আসা কিছু সমাজ বিরোধীদের যোগসাজসে নিতান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কলকাতার বুকে ওই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং এর পিছনে আই, এস, আই-এর হাত থাকাও অসম্ভব নয়, তথ্য প্রমাণ সহযোগে এমন জোরালো সন্দেহই প্রকাশ করেছেন রাজ গোয়েন্দা দপ্তর। তাঁদের ধুরন্ধর গোয়েন্দা বুদ্ধি রহস্যের জট ছাড়িয়ে ঘটনার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকা কুশীলবদের স্বরূপ যদি এতটাই চিনে নিতে সক্ষম হল, তবে সেদিন, খোদ কলকাতার বুকে এই রকম একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার বিন্দু বিসর্গও আগাম টের পেলনা কেন ? টের পেলে হয়তো, ওই হামলার ঘটনা এড়ানো যেত, সাধারণ মানুষের এমন দুর্ভোগ আর হয়রানি হতনা, নিরীহ পথচারীরা জখম হতনা, পুড়তনা প্রাইভেট কার, ব্যক্তিগত ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হতনা—কলকাতা তথা সমগ্র রাজ্যের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের ভাব মূর্তি এমনভাবে কালিমালিপ্ত হতনা আর তসলিমা নাসরিণকেও বিতাড়িত হয়ে ভিন্ রাজ্যে চলে যেতে হত না !

প্রকৃত বিচারে, সেদিনের ঘটনা মৌলবাদের বাহঃপ্রকাশ বা মৌলবাদের ধুয়ো তোলা কিছু সমাজ বিরোধীদের হামলা —যাই হোক না কেন, তার জন্য ভিন্দেশী এক লেখিকাকে—যিনি কিনা এ দেশে আশ্রিতা—বিতাড়িত হতে হচ্ছে, রাজ্যবাসীর কাছে এই ঘটনা কলঙ্ককর ; যেহেতু রাজ্যটার নাম পশ্চিমবঙ্গ !

উল্টোপাল্টা হাওয়ায় নানা দিক থেকে ধেয়ে আসা অসুস্থ প্রবণতার ধুলো-বালি লেগে আমাদের মনের আয়নাটা গেছে মলিন হয়ে, সেখানে বিবেকের মুখ আর তেমনভাবে ধরা পড়েনা অথবা সে মুখ ঢাকা পড়েছে মুখোশের আড়ালে !

আগুন নিয়ে খেলা (২য় পৃষ্ঠার পর)

অন্যের ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তসলিমাকে যেভাবে আমরা তাড়াহুড়ো করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আবার লেখিকাকে মুক্তচিন্তার পুণ্যভূমে ফিরিয়ে আনব।

পরিশেষে বলি—আজকের পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকে সহনশীল হতেই হবে তিনি যে সম্প্রদায় বা রাজনীতির মানুষই হোন না কেন ! দেখছেন না—কেন্দ্রে কংগ্রেস-সিপিএম মানঅভমানের মধ্যেও কেমন সহাবস্থানের তত্ত্বে সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। সিপিএম কংগ্রেস যদি হাত ধরে চলতে পারে, হিন্দু-মুসলমান পারবে না ? পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবী, নিশ্চয় পারবে। পারতে হবে। এক বর্ষীয়ান সাহিত্যিক (হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও) অকারণে সনাতন ধর্মটিকে কটাক্ষ করেন ওঁর লেখালেখিতে। অনেকে ব্যথিত হন। কিন্তু বুঝতে পারেন—তসলিমার মত বাড়তি মনোযোগ আকর্ষণের হুজুগেই তিনি এমনটা করছেন। সহনশীল বাঙালি তাঁর প্রতিবাদ করেন লেখালেখির মাধ্যমেই, নতুবা উপেক্ষা করেন। এটাই আমাদের জাতিগত চরিত্র। সহনশীলতা, সহাবস্থান—আমাদের সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। আগুন নিয়ে যাঁরা খেলার উস্কানি দেন—তাঁদের প্রয়াসে বাঙালি বারবার ঠান্ডা জল ঢেলে দেবে এভাবেই। বিভেদের বিষ বাঙালি বপন করতে দেবে না। (শেষ)

এ কার লজ্জা ? (১ম পৃষ্ঠার পর)

কমরেড নির্বাসনে। এ লজ্জা কার কমরেড। আমার দেশের, না রাজনীতিবিদ্‌দের নীতি নির্ধারণের, না সংস্কৃতি ও বিপ্লবের পীঠস্থান বঙ্গের। কেন পারলেন না প্রকাশ্যে একজন 'সত্যের পূজারীকে' রক্ষার অঙ্গীকারের শপথ নিতে। আমরা ৮৪% সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারতীয় কি নির্বির্য বা ক্লীব যে সত্যের পাশে বা সরকারের পাশে দাঁড়াতাম না। রাজনৈতিক তত্ত্ব তালাস করলে দেখা যাবে গণতন্ত্রে স্বাধীনতা আছে। তার কুফল আছে। সুফলও আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর এই দেশে ২০০৭ এর দোর গোড়ায় ফিউডাল কারেক্টার বা স্টেটাস আছে। ফলে আছে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী যাঁরা জিইয়ে থাকলে গোষ্ঠীবাদ জিইয়ে থাকবে। এরাই "Block Voter"। এরা রাজনীতি-বিদদের সোনার কাঠি রুপোর কাঠি। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে "ভারতীয় সংস্কৃতিতে" সম্পৃক্ত হতে না দিয়ে 'Majority of the term card' করে রেখেছে সব দল। এদেরকে কেউ কোন পরিস্থিতিতে ভারতীয় গণতন্ত্রে চটাতে চাইনি কোন দিন। এবারও রাজ্য সরকার বিবেকের চোখে হাত ঢেকে এদের খুশি করতে নির্বাসিত করলেন Captive Lady কে। এ বড় লজ্জার কথা। এ বড় লজ্জার যুগ। আইনস্টাইন বলেছিলেন, "ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরতে যদি আমরা লজ্জা পায়, তো নোংরা চিন্তা করতে লজ্জা পাব না কেন।" ফলে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে, সাংবাদিক বা সাহিত্যসেবী হিসাবে এ লজ্জা আমার ও আমাদের মতো মানুষেরও। শর্ত সাপেক্ষে আশ্রিতের মর্যাদা দেবার অঙ্গীকার দিলেন তসলিমাকে বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ও তাঁর কেন্দ্রীয় সরকার। 'স্বাধীনতা হরণ' এখানেও সত্ত্বা পুড়িয়ে বেঁচে থাকা। মানুষ তসলিমা হয়ত বেঁচে থাকবেন জীবন্তে তবে স্বাধীনতা হারিয়ে হৃদয়ে ও প্রাণে নয়। অনেক বুদ্ধিজীবিও দ্বিধাগ্রস্ত এই ফেমিনিষ্টকে নিয়ে। আপত্তি তাঁর প্রকাশে, আপত্তি অনেকেরেই তাঁর ভাষাতে ও পরিবেশ পর্যালোচনার বিন্যাসে। তিনি হয়ত বিস্মৃত হয়েছিলেন James Joyce এর "Ulisis" এর সেই Introduction এর লাইনটির কথা, "What we actually think, we cannot Express it properly by the pressure of the society." কিন্তু লেখক বা কলমচি হিসাবে আমার ধারণা জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের প্রকাশ ভঙ্গি ও তাঁর ভাষা সরাসরি হয়। সেখানে শালীন-অশালীন বলে কিছু মাত্রা বা রেখা কাজ করে না। হয়ত এই দর্শনই প্রভাবিত করেছিল অত্যাচারিত ও নারীত্বের অপমানিত্বের জ্বালায় জ্বলা শিশু-মনস্ক Tender তসলিমাকে। আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি সমাজের শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদের অত্যাচারিত, শোষিত ও বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ মেটানোর প্রকাশ ঝরে খিস্তিতে। সরাসরি যা অনেকের কাছে সঠিক নয়। কিন্তু আমার কাছে একটিই প্রশ্ন—সত্য বলার এত অপরাধ ? এত লজ্জা মানবতার ?

পণের বলি (১ম পৃষ্ঠার পর)

নাজেমা একবার দু' হাজার একবার পাঁচ হাজার টাকা বাবার বাড়ী থেকে নিয়ে আসেন। গত ১০ নভেম্বর একইভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায় শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। নাজেমা গরীব বাবাকে বিব্রত করতে রাজী হন না। শেষে অকথ্য নির্যাতনে তিনি জ্ঞান হারান। ঐ অবস্থায় তাকে সারা রাত ফেলে রাখা হয়। পরদিন সকালে নাজেমার অচৈতন্য দেহটাকে তারাপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর মোবাইলে নাজেমার অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তির খবর তার বাবাকে জানানো হয়। তড়িঘড়ি তারাপুর হাসপাতালে গিয়ে মেয়ের মৃতদেহ দেখেন ইয়াসিন সেখ। সামসেরগঞ্জ থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা ফেরার।

বোমা বিস্ফোরণে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভেতরে থাকা বোমা ফেটে যায়। গুরুতর আহত তিনজনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা ভাঙড়ি ক্রেতার একটা হাত কেটে বাদ দেন বলে খবর। পাঁচ বছরের শিশুটির দুটো চোখেই আঘাত লাগে। দৃষ্টি হারানোর সম্ভাবনা বেশী বলে ডাক্তাররা আশংকা করছেন। ছোট ছেলেটির সারা দেহ ঝলসে যায়। এলাকা থেকে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়।

নাগরিকরা বিরক্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

এলেও তা বিলি না হয়ে মাসের পর মাস পড়ে থাকে। বিজেপির এক পথসভায় চেয়ার পার্সেনের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রনাথ সিংহ তাঁর মানসিক অস্বচ্ছতার অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন ধর্মীয় জালসার অনুষ্ঠানে পুরসভা থেকে বিনা পয়সায় জল সরবরাহ করা হয়। অথচ অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পয়সা ছাড়া জল পাওয়া যায় না। বরেন্দ্র বলেন—পুরসভার অধীন শ্মশান মন্দির রঙ করার জন্য পুরসভায় আবেদন জানালে চেনবানু খাতুন পরিষ্কার জানিয়ে দেন—আজ শ্মশান মন্দির রঙ করার জন্য অনুমতি দিলে কাল মসজিদ রঙ করার আবেদন আমাকে মঞ্জুর করতে হবে। তাই মন্দির রঙের প্রস্তাব তিনি সরাসরি বাতিল করেন।

(চলবে)

আফিডেবিট

আমি রতন গঙ্গাপুত্র, পিতা মৃত উপেন ডোম, জঙ্গিপুর হাসপাতাল কোয়ার্টার, পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। গত ৩-১০-০৭ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করে আমার স্ত্রী মমতা গঙ্গাপুত্র, মেয়ে পিঙ্কি গঙ্গাপুত্র এবং দুই ছেলে বিক্রম ও বিকি গঙ্গাপুত্র পদবীতে পরিচিত হলো।

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

卐 ক ল্প ত রু 卐

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল : ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।